২৫-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে তোমরা যে জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত করো , সেই জ্ঞান রত্নের দান করার রেস অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করতে হবে "

প্রশ্নঃ- মালায় আগে বা পরের নম্বর হওয়ার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর :- শ্রীমতের পালন। যে ঠিক মতো শ্রীমৎ পালন করে সে সামনের দিকে নম্বরে স্থান পায় আর যে আজ ঠিক মতো পালন করছে, পরদিনই দেহ অভিমান বশতঃ শ্রীমতে মনমত মিশিয়ে দিচ্ছে সে পরের নম্বরে চলে যায়। নিয়ম অনুযায়ী শ্রীমৎ অনুসারে চললে পিছনের বাচ্চারাও আগের নম্বরে স্থান পেতে পারে ।

গান : - রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ো না, ভোরের আর বেশি দেরি নেই .....

ওম্ শান্তি । বাপদাদা দুজনেই বলেন ওম্ শান্তি। দু'জনেরই স্বধর্ম হল শান্ত। আমাদেরও অন্তরে ধ্বনিত হওয়া উচিত ওম্ অর্থাৎ অহম্ আত্মার স্বধর্ম হল শান্তি । এখন আমরা যাই শান্তিধামে। সর্ব প্রথমে বাবা আমাদের শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। প্রথমে কে যাবে ? যারা যত স্মরণে থাকবে। তারা যেন প্রতিযোগিতা করে। এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হও। তাতে অনেক পরিশ্রম লাগে। অর্ধকল্প তোমাদের রাবণ দেহ-অভিমানী করে দিয়েছে। এখন বেহদের পিতা পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের দেহী অভিমানী করছেন এবং নিজ গৃহের পথ বলে দিচ্ছেন। যিনি গৃহের মালিক, তিনিই বলে দিচ্ছেন। অন্য কোনো মানুষ এই পথ বলে দিতে পারেনা। নিয়ম নেই। একমাত্র বাবা-ই এসে বলে দেন, ওঁনার নামই হল দুঃখ হর্তা, দুঃখ থেকে মুক্ত করেন যিনি। যাঁর মহিমা ভক্তিমার্গেও গায়ন আছে। এমন নয় সত্যযুগে আত্মা এমন বলে যে বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখধামে পাঠিয়েছেন, না। এই জ্ঞান এখন তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিই। এই জ্ঞানের পার্ট এখনই চলে। তারপরে এই পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে যায় ও প্রালব্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। পতিত থেকে পবিত্র করার পার্ট একমাত্র বাবার , যিনি কল্পে কল্পে পার্ট প্লে করেন। তোমরা জানো আমরা অর্ধকল্প পবিত্র ছিলাম। পরে রাবণ রাজ্যে এসে নীচে নেমেছি। কলা কম হয়েছে। ভারতেই দেবতারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। তাদের পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে আসতেই হয়। কলা কম হবেই। কিন্তু এইসব সেখানে জানা থাকেনা। এই সমস্ত জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পবিত্র দেবী দেবতারা পতিত হয় কিভাবে, এসো ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই। ৮৪ চক্রের এই হল সত্য কাহিনী। তারা তো মিথ্যে কাহিনী শোনায়। চক্রের আয়ু লম্বা চওড়া বলে দেয়। এই ৮৪-র চক্রের কাহিনী শুনলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা রানী হও। এই গুহ্য রহস্য সন্ন্যাসীরা জানে না। তাঁদের ধর্মই আলাদা। প্রথমে মা বাবার কাছে জন্ম হয় তো মন্দিরে গিয়ে পুজো করে। তারপর যখন বৈরাগ্য আসে তখন ঘর দুয়ার ছেড়ে চলে যায়। বাবা বলেন যে পূজ্য সে-ই পূজারী কথাটি তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় । গায়নও আছে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ নির্গত হয় - মানে নিশ্চয়ই এডপ্ট হয়েছে। এই বাবাও প্রথমে পতিত ছিল পরে পবিত্র হয়েছে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে পবিত্র দেবী দেবতায় পরিণত হতে পুরুষার্থ করো। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকে স্বর্গ বলা হয়। সেখানে আছেই অদ্বৈত ধর্ম, অদ্বৈত দেবতা, তাই সেখানে তালি (কোনো বিবাদ বিসম্বাদ হয় না) বাজেনা। সেখানে মায়া নেই। এই দেবী দেবতা ধর্মের মহিমা কীর্তিত হয় , সর্বগুণ সম্পন্ন .... যখন কোথাও লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দিরে

যাও তখন বলো ইনি হলেন সত্য নারায়ণ কিনা। এনাকে সত্য কেন বলা হয় ? কারণ আজকাল তো মিথ্যে অনেক আছে। অনেকের নাম লক্ষ্মী নারায়ণ , রাধে কৃষ্ণ ইত্যাদি হয়। কারো আবার ডবল নাম থাকে। চেন্নাইয়ের দিকে অনেকের খুব ভালো নাম থাকে। ভক্ত বৎসলম ইত্যাদি.... এবারে সে তো ভগবান-ই হবে। মানুষ হবে কিভাবে।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মা সামনে বসে আছেন। বাবাকে দেখলে তোমরা বুঝবে যে পতিত পাবন বাবা হলেন অতি প্রিয় (Most beloved) বাবা। আত্মা বলে নিরাকার বাবা আত্মাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলেন , নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের পড়ান। এইসব কোনো শাস্ত্রে নেই। ভাবো যদি কেউ বলে পরম পিতা পরমাত্মা এসে কৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করেন। কিন্তু কৃষ্ণের সেই রূপ তো সত্যযুগে ছিল । সেই নাম রূপ নিয়ে কৃষ্ণ আসতে পারেনা। কৃষ্ণের ছবি তোমরা দেখছো , সেও যথাযথ (accurate) নয়। বাচ্চারা দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখে , তার ছবি বের করতে পারবেনা। বাকি এটাই প্রসিদ্ধ আছে যে - শ্রীকৃষ্ণ গৌর বর্ণ, তিনি সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন , যিনি পরবর্তীকালে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হন। লক্ষ্মী নারায়ণের দ্বারাই রাজত্ব আরম্ভ হয়। রাজকীয় সম্বত আরম্ভ হয়। সত্যযুগের প্রথম সম্বত হল বিকর্মজীত সম্বত। যদিও প্রথমে যখন কৃষ্ণের জন্ম হয় , সেই সময় কোনো না কোনো আত্মা থাকেন থাকেন , যাঁদের ফিরে যেতে হয়। পতিত থেকে পবিত্রে পরিণত হওয়ার এই হল সঙ্গমযুগ কিনা। যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাও তখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব , নতুন যুগ আরম্ভ হয় , যাকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বারা পালন হয়। এখন তোমরা সেই রূপে পরিণত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। তোমরা বলবে আমরা ৫ হাজার বছর পরে পুরুষার্থ করি বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করতে। পুরুষার্থ ভালো ভাবে করতে হবে। শিক্ষক তো জানেন যে ছাত্ররা কতজন পাস করবে। তোমরা বাচ্চারাও জানো যে আমাদের নিজেদের একরস অবস্থা কতখানি হয়েছে ? আমরা বাবার কাছে কতখানি অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান নিয়ে অন্যদের দান করি ? এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান আর কেউ করতে পারবে না । জ্ঞান সাগর বাবার কাছে তোমরা এই জ্ঞান রত্ন প্রাপ্ত কর। সেসব কোনো স্থূল হীরা মুক্তো নয়। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে দানী হতে হবে। নিজেকে দেখতে হবে আমরা কতখানি দান করি ? মাম্মা-বাবা কত দান করেন। আমাদের মধ্যে ভালো ভালো বোনেরা আছেন, কত ভালো দান করেন! রেস চলছে কিনা। ফাইনাল পাশ তো হয়নি এখনও। বলা হবে বর্তমান সময়ে অমুক অমুক খুব তীক্ষ্ণ। আগে যে মালা তৈরি হয়েছে আর এখন যে মালা তৈরি হচ্ছে তফাৎ আছে। মালায় যারা ৪ - ৫ নম্বরধারী মুক্তো ছিল তারা মরে গেছে (হাত ছেড়ে চলে গেছে) । অনেককে আগে নম্বর দেওয়া হয়েছিল - তারাও এখন নীচের দিকের নম্বরে চলে গেছে । নতুনরা উপরে এসেছে। বাবা তো সবই জানেন। তাই বলা হয় গুড়ের স্বাদ কেবল গুড় (শিববাবা) জানে আর গুড়ের ভাঁড় (ব্রহ্মা বাবা) জানে ("গুড়ের জানে গুঁড় জানে, আর যাতে সেটি রয়েছে সে জানে)। বাবা বলেও থাকেন। প্রথমে তোমার অবস্থা ভালো ছিল এখন নম্বর নীচে চলে গেছে কেননা নিয়ম অনুসারে, শ্রীমতে চলো না। নিজের মতে চলো। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারো যে বাবা এই সময় যদি আমাদের এই দেহ ত্যাগ হয় তবে কিরূপ গতি হবে ? গীতা যেমন কিছু বলা হয়েছে - আটায় নুন যেমন। সবাই ডাকে -- বাবা আমাদের রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত কর , দুঃখ দূর কর। এই হল সত্য হরিদ্বার তাইনা। দুঃখ হর্তা , পরম পিতা পরমাত্মাকে হরি বলে সম্বোধন করা হয়, শ্রীকৃষ্ণকে নয়। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন দুঃখ হর্তা , সুখ কর্তা। তোমরা সুখধামের মালিক হও তাইনা। যোগবলের দ্বারা তোমরা

বিশ্বের মালিক হও। তাদের আছে বাহুবল, শারীরিক বল , যারা বুদ্ধি দ্বারা বোমা নির্মাণ করে। এখানে সৈন্য ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। দুনিয়ায় এই কথা কারোর জানা নেই যে যোগবলের দ্বারা কিভাবে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। বাবা এসে এই যোগের শিক্ষা দেন। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর। না, যোগের সাগর বলা ভুল হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর , পতিত পাবন। নিশ্চয়ই জ্ঞানের বর্ষা করেন। প্রথম কথা বাবা বলেন -- মামেকম স্মরণ করো অন্য কাউকে স্মরণ করা হল অজ্ঞানতা। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান বাবা-ই শোনান। যোগের জন্যে শিক্ষাও দেন। অন্য সবাই যোগের সম্বন্ধে উল্টো শিক্ষা দেবে। সেসব হল দৈহিক যোগ , দেহ সুস্থ রাখার জন্যে। এই হল রুহানী যোগ। এই রাজ যোগের কথা কোথাও নেই। বাবা ছাড়া কেউ রাজ যোগ শেখাতে পারেনা। জানেই না। তোমরা এই রাজ যোগ শিখতে শিখতে চলে যাবে(নতুন দুনিয়ার দিকে), গিয়ে রাজত্ব করবে। রাজ যোগের কোনো ছবি হয় কি। তোমরা এইসব তৈরি করো বোঝানোর জন্যে। তাও কেউ দেখলে বুঝবে না । বোঝাতে হবে -- এই ব্রহ্মা রাজ যোগ শিখে গিয়ে নারায়ণে পরিণত হন। পাশে সেই চিত্র রাখা আছে। এই সব কথা ধারণ করা হল বুদ্ধির ব্যাপার । এর জন্যে টিচার কি করবেন ? টিচার বুদ্ধির বিষয়ে কিছু করতে পারেননা। কেউ বলে আমাদের বুদ্ধি খুলে দাও। বাবা কি করবেন ? তোমরা স্মরণ কর আর সম্পূর্ণ পড়াশোনা করো তাহলেই বুদ্ধি পূর্ন রূপে খুলে যাবে। বাচ্চাদের পুরো শেখানো হয়। বাবা বলো , মাম্মা বলো তাহলে বলবে তবেই শিখবে। না বললে কিভাবে শিখবে ? তাই বাচ্চাদের মুখ খোলানো হয় (জ্ঞান শোনানোর জন্য প্র্যাকটিস করানো হয়) । পরিশ্রম করতে হয়। বাবার পরিচয় দিতে হবে। তিনি হলেন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান , সবার রচয়িতা। ওঁনার কাছে সবাই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করে। তারপর রাবণ রাজ্যে বর্সা হারিয়ে নরকে পরিণত হয়। দেবতারা পবিত্র ছিল , পরে পতিতে পরিণত হয়। তারপর পতিত পাবন বাবা আসেন , বলেন আমায় স্মরণ কর তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর কোনো উপায় নেই। যোগ অগ্নি দ্বারা বিকার রূপী খাদ বেরোবে। স্মরণ করতে করতে তোমরা পবিত্র হয়ে গলার মালা হয়ে যাবে। ক্ষণে ক্ষণে বলার প্র্যাক্টিস কর শুধু এই কথা বলতে নেই -- বাবা বলতে পারিনা। শ্রীমৎ অনুসারে চলে যত স্মরণে থাকবে ততই উচ্চ পদের প্রাপ্তি হবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যাবে। জ্ঞানবাণ লাগবে না । খুশীর পারদ উপরে চড়বে না । নিজের মতে চললে বাবা বলবেন এরা তো রাবণ মতে আছে। অনেক দেহ অভিমানী বাচ্চারা আছে যারা মুরলী পড়ে না । যারা মুরলী পড়ে না তারা কি জ্ঞান দেবে । অনেক প্রকারের নতুন পয়েন্টস বেরোয়। দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এই পুরানো দেহকে মনে মনে ভুলে যেতে হবে। এই দেহটি তো এখন মৃতবৎ । নিজের সঙ্গে এমন এমন কথা বলতে থাকতে হবে। কারো সার্ভিস লুকানো থাকবেনা। কোনো রকম ঘাটতি থাকলে সেসব ঢাকা থাকবেনা। মায়া খুব শয়তান। অনেক রকমের উল্টো কাজ করিয়ে দেয় । কোনো ভুল হলে শীঘ্রই বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। অন্তরে আর বাইরে খুব স্বচ্ছ থাকা উচিত। অনেকের মধ্যে দেহ অভিমানের পরিমাণ বেশি থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন -- কখনও কারোর সেবা নেবে না। নিজের হাতে ভোজন ইত্যাদি তৈরি করো। আত্মিক-দৈহিক দুই প্রকারের সার্ভিস করতে হবে। বাবার স্মরণে থেকে কাউকে দৃষ্টি দিলে বা দেখলেও বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

বাবা নিজে প্রবেশ করে সার্ভিস করতে সাহায্য করেন। তারা ভাবে আমরা করেছি , অহংকার এসে যায়। এই কথা বোঝেনা যে বাবা করিয়েছেন। বাবা প্রবেশ করে সার্ভিস করিয়ে নেন , তাহলে তো আরও ডবল ফোর্স হয়ে গেল। কেউ যদি লিফ্ট পেয়ে উচ্চ সার্ভিস করতে থাকে তো খুশী অনুভব

হওয়া উচিত তাইনা না! এতে ঈর্ষা হবে কেন ? কখনও পর চিন্তন করা উচিত নয়। এখানকার কথা সেখানে শোনাবে। কেউ কিছু যদিও বলে, সেসব অন্যদের শুনিয়ে নিজের ক্ষতি করা উচিত নয়। এমনিতেও অনেক মিথ্যে কথা বলে -- অমুক এরকম ইত্যাদি। এমন মিথ্যে কথা কখনও শুনবে না । কেউ উল্টো কথা বললেও শোনা উচিত নয়। কারোর মন খারাপ করা উচিত নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ন স্মরণ ও গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী আত্মাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে অন্তরে বাইরে স্বচ্ছ থাকতে হবে। কোনো ভুল হয়ে গেলে অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আত্মিক এবং দৈহিক দুই সেবা-ই করতে হবে।

২) কখনও ঈর্ষা বশতঃ একে অপরের পরচিন্তন করবে না । কেউ কারো নামে উল্টো কথা শোনালেও শুনবে না । বর্ণনা করে কারো মন খারাপ করে দেবে না ।

বরদান :- রঙ এবং রূপের সাথে সম্পুর্ণ পবিত্রতার সুগন্ধধারী আকর্ষনীয় মূর্ত ভব।

ব্যাখা: ব্রাহ্মণ হওয়ার সাথে সাথে সবাই রঙিন হয়ে উঠেছে আর রূপও পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সুগন্ধ নম্বর অনুসারে আছে। আকর্ষণীয় মূর্ত হতে রঙ ও রূপের সাথে সম্পুর্ণ পবিত্রতার সৌরভ চাই। পবিত্রতা মানে কেবল ব্রহ্মচারী নয়। দেহের প্রতিও নির্মোহী থাকা। মনে বাবাকে ছাড়া অন্য কোনো কিছুর প্রতি মোহ যেন না থাকে। শারীরিক দিক থেকেও ব্রহ্মচারী, সম্বন্ধেও ব্রহ্মচারী এবং সংস্কারেও ব্রহ্মচারী -- এমন সুগন্ধধারী রুহানী গোলাপ-ই আকর্ষণীয় মূর্ত হয়।

শ্লোগান - যথার্থ সত্যকে যাচাই করে নাও তাহলেই অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করা সহজ হয়ে যাবে ।